Islami Ain O Bichar
Vol. 20, Issue: 79 & 80
July-Sept., Oct.- Dec. 2024
ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2025-02-08
Published: 2025-03.19
DOI: https://doi.org/10.58666/iab.v20i79-80.283

The Behavioral Role of the Buyer in the Adulteration of Food An Islamic Perspective

Amirul Islam*

Abstract

When the very term food adulteration is discussed, the face of the seller comes to our mind. However, the issue of food adulteration requires to be analyzed from a holistic perspective since we all of us, including buyers and sellers, are more or less involved in this process. This article has examined the responsibilities of the food buyer for purchasing adulterated food. This article has employed a qualitative research method. After collecting data from Rajshahi Metropolis and Puthia Upazila under Rajshahi district through interviews, the author has analyzed those. The results of the study have demonstratedthat there is a lack of awareness among the food buyers regarding verification of BSTI logo, expiry date of food products, MRP, and collection of purchase receipts as well as filing complaints at the right place if they are defrauded.On the other hand, due to more interest in price than quality of the product, there is a tendency among buyers to bargain excessively as well as buying more food products than required during food crises. These issuesinevitably affect food adulteration. In addition, it is found that a section of food buyers tends to request the food monitoring team to be more lenient on food adulterators which eventually assists in perpetuating adulteration. These negative trends can be overcome by increasing consumer awareness and religious-social responsibilities and rationalities. Although this study does not reveal the overall picture of food adulteration, it does reveal a true picture of the buyer's thoughts and practices regarding food adulteration. Undoubtedly, the findings will play a vital role in facilitating the food-related researchers, students and policymakers to conduct further research.

Keywords: Food, Adulteration, Consumer Rights, Buyer's Behavior, Islamic Law.

* Amirul Islam is a PhD Fellow (2024-2025), Institute of Bangladesh Studies (IBS), University of Rajshahi. & Assistant Professor, Islamic Studies, OSD, Directorate of Secondary and Higher Education, Dhaka. E-mail: amirulru.2008@gmail.com

খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণে ক্রেতার আচরণগত ভূমিকা: ইসলামী দৃষ্টিকোণ

সারসংক্ষেপ

খাদ্যে ভেজাল পরিভাষাটি আলোচিত হলে আমাদের মানসপটে বিক্রেতাদের চেহারা ফুটে উঠে। অথচ খাদ্যে ভেজাল একটি সামগ্রিক বিষয়, যেক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতা, খাদ্য তদারকির সাথে সংশ্লিষ্টসহ আমরা সকলে কমবেশি জড়িত। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে খাদ্যে ভেজাল প্রক্রিয়ায় খাদ্যক্রেতার দায় অনুসন্ধান করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে গুণবাচক গবেষণা (qualitative research) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। রাজশাহী মহানগর ও রাজশাহী জেলাধীন পুঠিয়া উপজেলা থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষিত হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় বিএসটিআই লোগো যাচাই, খাদ্যপণ্যের মেয়াদ যাচাই, এমআরপি যাচাই ও ক্রয় রসিদ সংগ্রহে এবং প্রতারিত হলে যথাস্থানে অভিযোগের বিষয়ে খাদ্যক্রেতার অসচেতনতা রয়েছে। অপরদিকে পণ্যের মানের চেয়ে মূল্যের দিকে অধিক আগ্রহের ফলে ক্রেতার অতিরিক্ত দরকষাকষি এবং খাদ্য সংকটের সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্যপণ্য ক্রয়ের প্রবণতা রয়েছে। যা খাদ্যে ভেজালকে প্রভাবিত করে। এছাড়া খাদ্যক্রেতার একাংশ খাদ্যে ভেজালকারীদের পক্ষে তদারকি টিমের নিকট সুপারিশের প্রবণতাও লক্ষণীয়, যা ভেজাল টিকে থাকতে সহযোগিতা করে। ভোক্তার সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ধর্মীয়-সামাজিক দায়বদ্ধতা ও যুক্তিশীলতার চর্চা বৃদ্ধি করে এসকল নেতিবাচক প্রবণতা থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। এ গবেষণায় খাদ্যে ভেজাল সম্পর্কে ক্রেতার চিন্তার প্রতিফলন ও অনুশীলনের বাস্তব একটি চিত্র ফুটে উঠেছে যা খাদ্য সংশ্লিষ্ট গবেষক, শিক্ষার্থী ও নীতি নির্ধারকদের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

মূলশব্দ: খাদ্য, ভেজাল, ভোক্তা অধিকার, ক্রেতার আচরণ, ইসলামী আইন

ভূমিকা

বেঁচে থাকার পূর্বশর্ত খাদ্য তথা নিরাপদ খাদ্য। জীবদেহের বৃদ্ধি, পুষ্টিসাধন, ক্ষয়পূরণ ও শক্তি উৎপাদনের দ্রব্যকে খাদ্য বলে। উৎপাদন থেকে খাবার পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে রাসায়নিক দ্রব্য, অনুমোদনহীন রং, কীটনাশক, নিম্নমানের উপাদান, পঁচা ও বাসি খাবার মিশিয়ে খাদ্যকে অনিরাপদ বা ভেজালে পরিণত করা হয়। প্রাচীনকাল থেকে খাদ্যকে আকর্ষণীয় করার জন্য রং মেশানো এবং পচনরোধ, সংরক্ষণ ও অপরিপক্ব ফল পাকানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্যে ভেজাল দেওয়া হয়। গ্রিক উদ্ভিদবিজ্ঞানী থিওফ্রাস্টাস (৩৭০-২৮৫ খ্রিষ্টপূর্ব) কৃত্রিমভাবে খাদ্যের স্বাদ বাড়ানোর বিষয়ে তথ্য দেন (Bhatt 2010, 14)। ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশেও খাদ্যে ভেজাল নতুন কিছু নয়। বাংলার প্রাচীন ইতিহাস; অনার্য, আর্য, মৌর্য, গুপ্ত, পাল ও সেন যুগে খাদ্যে ভেজালের ঘটনা ঘটে। তবে বর্তমানে খাদ্যে ভেজালের পরিমাণ অসহনীয় মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ভেজালযুক্ত খাবার খেয়ে মানুষ পেটের পীড়া, ক্যান্সার, কিডনি নষ্টসহ বিভিন্ন রোগে

আক্রান্ত হচ্ছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর গবেষণা প্রতিবেদনের তথ্য মতে ৫০ শতাংশ খাদ্যপণ্যে ভেজাল রয়েছে। এছাড়া জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সেমিনারের তথ্য অনুযায়ী, ভেজাল খাদ্য গ্রহণের ফলে প্রতিবছর তিন লক্ষ লোক ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়; ৫০ হাজার লোক ডায়াবেটিসে ও আরো দুই লক্ষ লোক কিডনিজনিত রোগে আক্রান্ত হয় (Rahman 2014, 5)। খাদ্যে ভেজালের মাধ্যমে আমরা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করছি। অথচ মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করোনা (al-Qur'ān, 2:195)। খাদ্যে ভেজালের জন্য খাদ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট খাদ্যক্রেতার আচরণ ও খাদ্যবিক্রেতার অতি মুনাফার লোভ, তদারকি টিমের একাংশের অনিয়ম ও দুর্নীতিসহ স্থানীয় চাঁদাবাজি, রোড-হাইওয়ের চাঁদাবাজিসহ আরো অনেক কারণ দায়ী। তবে খাদ্যে ভেজাল প্রভাবিতকরণের অন্যতম অংশীজন খাদ্যক্রেতা। এ প্রবন্ধে খাদ্যক্রেতা কীভাবে খাদ্যে ভেজালকে প্রভাবিত করে বা খাদ্যে ভেজাল টিকে থাকতে সহায়তা করে তা অনুসন্ধান করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

এটি গুণবাচক গবেষণা (qualitative research)। এই গবেষণায় রাজশাহী মহানগরের ৫টি বাজার এবং রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলার ২টি বাজারসহ মোট সাতটি বাজারের ক্রেতাদের নিকট থেকে প্রশ্নমালা (আবদ্ধ/Close-ended প্রশ্ন ও উন্মুক্ত/Open-ended প্রশ্ন) জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। রাজশাহী মহানগরের বাজার পাঁচটি হচ্ছে; নওদাপাড়া বাজার, রেলস্টেশন-রেলগেট বাজার, কোর্ট বাজার, সাহেব বাজার এবং বিনোদপুর বাজার। পুঠিয়া উপজেলার বাজার দুটি হচ্ছে পুঠিয়া বাজার ও বানেশ্বর বাজার। উল্লেখ্য যে, রাজশাহী অঞ্চলের মধ্যে পুঠিয়া উপজেলায় খাদ্যে ভেজালের পরিমাণ বেশি দেখা যায় (Al Maruf, 2022)। এই গবেষণায় মোট ৫০ জন খাদ্যক্রেতার নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৫০ জন সাক্ষাৎকার প্রদানকারী খাদ্যক্রেতার ডেমোগ্রাফিক তথ্যবিন্যাস[১]

লিঙ্গ	পুরুষ-৩৯			মহিলা-১১				মোট-৫০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা	স্বশিক্ষিত-৩	প্রাথমিক-৩	মাধ্যমিক-১৬	উচ্চ-মাধ্যমিক-১২		উচ্চশিক্ষা-১৩		৪৭ জন
বয়স	১১-২০=৯	২১-৩০=২১	৩১-৪০=১০	৪১-৫০=৫		৫১-৬০=৩	৬০+=২	৫০ জন
পেশা	চাকুরিজীবী-১১	শিক্ষার্থী-১৪	কৃষক-১	গৃহিণী-৭	শ্রমিক-৪	ব্যবসায়ী-৫	অন্যান্য-৮	৫০ জন

সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

প্রবন্ধকার মো: জাফর আলী (Ali, 2022) তাঁর *'উৎপাদিত খাদ্যপণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নির্দেশনা'* নামক প্রবন্ধে উৎপাদিত খাদ্যপণ্যে

[১] নোট: শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টি কয়েকজন উত্তরদাতা এড়িয়ে গেছেন।

ভেজাল প্রতিরোধে বাংলাদেশে প্রচলিত আইন ও রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশনার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। গবেষক ইসলামী বাজার ব্যবস্থা, হালাল পণ্য বাজারজাতকরণ, নম্রতা ও ভদ্রতার সাথে ব্যবসা, নিয়মিত বাজার তদারকির উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি সুপারিশ করেছেন সচেতনতা ও তদারকি বৃদ্ধি, আইনের সংস্কার ও প্রয়োগ, পরীক্ষা পদ্ধতির আধুনিকায়ন, ভোক্তার ক্ষতিপূরণ প্রদান, ব্যবসায়ীদের মানসিকতার পরিবর্তনের। বিশেষভাবে আখেরাতের ভয় জাগ্রতকরণ ও তাকওয়ার উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করেছেন প্রবন্ধকার।

গবেষক আরিফুর রহমান (2015), *Foo d Adulteration: A Serious Public Health Concern in Bangladesh'* শীর্ষক প্রবন্ধে খাদ্য নিরাপত্তা মানবাধিকার হলেও খাদ্যে ভেজাল কীভাবে স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়াচ্ছে তা আলোচনা করতে গিয়ে খাদ্যে ভেজাল মেশানোর বর্তমান অবস্থা এবং এর ইতিবাচক পরিবর্তনের বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। প্রবন্ধকার খাদ্যপণ্য ক্রয়ে কম দামে নয়, বরং যৌক্তিক দামে খাদ্যপণ্য ক্রয়ের উপর গুরুত্ব দেন।

গ্রন্থকার মোঃ নজরুল ইসলাম (2022), *'ইসলামে ভোক্তা অধিকার'* নামক গ্রন্থে ভোক্তার অধিকার, ভোক্তার আচরণতত্ত্ব , প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদ বণ্টন, ভোক্তার পছন্দ অনুযায়ী পণ্য পাওয়ার অধিকার এবং হালাল পণ্য পাওয়ার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থে লেখক পরস্পর যোগসাজশ (সিন্ডিকেট) এর মাধ্যমে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি, অতি মুনাফার লোভে মজুদদারি এবং মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্য বিক্রির বিষয়ে ইসলামের বিধি-বিধান তুলে ধরেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মানুষকে কীভাবে প্রতারিত করা হচ্ছে এবং তাদেরকে ভেজাল পণ্য ভোগে বাধ্য করা হচ্ছে সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। এ অংশে খাদ্যে ভেজাল এবং এ সম্পর্কে ইসলামের বিধান সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচিত হয়েছে।

গবেষক মোঃ শফিকুল ইসলাম (2019), *"পণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে ইসলাম: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ"* নামক প্রবন্ধে ব্যবসা বাণিজ্যের মত একটি পবিত্র পেশা, যাকে ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে, পণ্যে ভেজাল সে পেশাকে কীভাবে কলুষিত করছে তা বিশ্লেষণ করেছেন । তিনি মনে করেন ইসলামী নির্দেশনার আলোকে ইসলামী নীতি সম্পর্কে অবগত হয়ে মিথ্যা শপথ পরিহার, পণ্যের দোষত্রুটি প্রকাশ করা, তাকওয়া বৃদ্ধি, পরকালে জবাবদিহির তীব্র অনুভূতি এ অপরাধ থেকে মুক্তি দিতে পারে। গবেষক সচেতনতা বৃদ্ধি, বিএসটিআইসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তৎপরতা বৃদ্ধি, পরীক্ষা পদ্ধতির আধুনিকায়নসহ বেশকিছু সুপারিশ তুলে ধরেন।

গবেষক লুবনা নাসরিন (2006), তাঁর *"Consumer Rights in Bangladesh: Legal Status and Protection Modalities"* শিরোনামের পিএইচডি অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশে ভোক্তা অধিকারের একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন । চতুর্থ

অধ্যায়ে ভোক্তা অধিকার সম্পর্কে বাংলাদেশে প্রচলিত আইন, বিধি-প্রবিধিসমূহ বিশ্লেষণ করেছেন। বিশ্লেষণে দেখা যায় ব্যবসায়ী সমিতির সিন্ডিকেট, তাদের সাথে একটি অংশের অবৈধ রাজনৈতিক সহযোগিতা এবং উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের একাংশের যোগসাজশে ভোক্তা তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। ভোক্তার স্বল্প আয় এবং সচেতনতার অভাব একে আরও ত্বরান্বিত করে। গবেষক ওজনে কম, মূল্যে প্রতারণা, মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি, মেয়াদ ছাড়াই পণ্য বিক্রি, নিম্নমানের পণ্য বিক্রি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য বিক্রি, নকল খাদ্যপণ্য বিক্রি ও ভেজাল খাদ্যপণ্য বিক্রির চিত্র বিশ্লেষণ করেছেন।

গবেষক ওমর আবু আল মাজদ মোহাম্মাদ (2022), তাঁর *''Islamic Literature Examining Food Fraud Regulations from A Systematic Review Approach."* নামক প্রবন্ধে পদ্ধতিগত অনুসন্ধান, রিভিউ, সমালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ২০১৪-২০২১ সালে বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল তুলে ধরে খাদ্য জালিয়াতির ক্ষেত্রে প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষ আইন ও ইসলামী শরীয়াহ আইনের মিল ও বৈপরিত্যসমূহ খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেছেন। বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন, ইসলামী শরীয়াহ আইন খাদ্য জালিয়াতি প্রতিরোধে কার্যকর পন্থা হতে পারে. কারণ এটি মানুষকে ধর্মীয় ও আইনি দুই দিক থেকে প্রভাবিত করতে পারে। তবে গবেষক মনে করেন ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে রচিত পাশ্চাত্য আইন খাদ্যে জালিয়াতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে দুটি কারণে; আইনের শাসন ও সাম্প্রতিক জটিল বিশ্বব্যবস্থার সাথে এটি অধিক সামঞ্জস্যশীল। আবার পরিপূর্ণ আইনের শাসন না থাকার ফলে প্রাচ্যের দেশগুলোতে ইসলামী শরীয়াহ আইন খাদ্যে জালিয়াতি রোধে ফলপ্রসূ ও শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারছে না।

ঐশ্বরিয়া আরেফিন (2020) তাঁর *''Study on Awareness about Food Adulteration and Consumer Rights among Consumers in Dhaka, Bangladesh"* নামক প্রবন্ধে ভোক্তা অধিকার ও খাদ্যে ভেজাল সম্পর্কে সচেতনতা বিষয়ে গবেষণা করেছেন। প্রশ্নমালা জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, খাদ্যে ভেজাল সম্পর্কে জনগণ অবগত কিন্তু এ থেকে পরিত্রাণ পেতে ভোক্তা অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে তারা সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি। ফলে ভোক্তার অধিকারসমূহের সুবিধা তারা নিতে পারেন না। ভোক্তা অধিকার সম্পর্কে স্বল্প আয়ের মানুষের সচেতনতার মাত্রা তুলনামূলকভাবে অধিক আয়ের মানুষজনের থেকে কম। অধিক আয়ের মানুষ খাদ্যপণ্যের মান রক্ষার্থে বিভিন্ন ব্রান্ডের পণ্য ক্রয়ের চেষ্টা করেন, এক্ষেত্রে নিম্ন আয়ের মানুষ মূল্য বেশি হওয়ার কারণে খাদ্যপণ্যের মানের সাথে আপস করে থাকেন।

গবেষক অঙ্কিতা চৌধুরী (2020), তাঁর *"An Overview of Food Adulteration: Concept, Sources, Impact, Challenges, and Detection"* প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, খাদ্যে ভেজালের উপস্থিতি শুধু পণ্যের মান নিম্নমুখী করে না বরং তা

বহু স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ। এমনকি তা বহু মরণঘাতি রোগের কারণ। তিনি মনে করেন, আমাদের অসচেতনতার কারণে আমরা বিপর্যয়ের দিকে যাচ্ছি। তাই নিজেদের নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় লক্ষ করা যায় যে, নিরাপদ খাদ্যের অধিকার, খাদ্যে ভেজালের ধরন, প্রকরণ ও এর ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে গবেষণা হয়েছে। এছাড়া ইসলামের দৃষ্টিতে ভোক্তার অধিকার, মজুদদারি, অতি মুনাফাখোরী, খাদ্য জালিয়াতির অপরাধ এবং খাদ্যে ভেজাল দেওয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধে। তবে খাদ্যে ভেজালের ক্ষেত্রে খাদ্যক্রেতার ভূমিকার একটি সামগ্রিক চিত্র কোথাও ফুটে ওঠেনি। এ গবেষণায় খাদ্যক্রেতা কীভাবে খাদ্যে ভেজালকে প্রভাবিত করে সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

খাদ্যে ভেজাল প্রভাবিতকরণে ক্রেতার ভূমিকা

প্রবন্ধের এ অংশে সারণি ১ তে খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ে খাদ্যক্রেতার বিবেচ্য বিষয় এবং সারণি ২.১-২.৬ অংশে ক্রেতাদের সচেতনতার মাত্রা অনুসন্ধান ও বিশ্লেষিত হয়েছে। সারণি ৩-৮ তে খাদ্যক্রেতার খাদ্যে ভেজাল প্রভাবিতকরণের ক্ষেত্রগুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে।

খাদ্যপণ্য ক্রয়ে ক্রেতার বিবেচ্য বিষয়

একজন ক্রেতা খাদ্যপণ্য ক্রয়ের সময় যে-সব বিষয় বিবেচনা করে থাকেন, সে বিষয়ে ক্রেতাদের অভিমত সারণি ১-এ দেখানো হলো ঃ

বিবেচ্য বিষয়	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার	প্রদেয় উত্তরদাতার শতকরা হার
খাদ্যপণ্যের মান	৩৯	২৮.৫	৭৯.৬
খাদ্যপণ্যের ওজন	২১	১৫.৩	৪২.৯
খাদ্যপণ্যের মেয়াদ	২৫	১৮.২	৫১.০
খাদ্যপণ্যের মূল্য	৩৪	২৪.৮	৬৯.৪
নৈতিক মানদণ্ড	৫	৩.৬	১০.২
ধর্মীয় বিধি-নিষেধ	১৩	৯.৫	২৬.৫
মোট	১৩৭	১০০.০	২৭৯.৬

সারণি ১: খাদ্যপণ্য ক্রয়ের সময় ক্রেতার বিবেচ্য বিষয়ে উত্তরদাতাদের তথ্যবিন্যাস [এই প্রশ্নে উত্তরদাতাদের একাধিক উত্তর প্রদানের সুযোগ ছিল।]

একজন মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা কোন কিছু বিবেচনার ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত। মহান আল্লাহ বলেন;

﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ﴾

আর মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের আত্মাকে বিক্রি করে দেয়। আর আল্লাহ বান্দাদের প্রতি স্নেহশীল (al-Qur'ān ;2:207)।

কারণ মানুষের কৃতকর্মের ফলে পৃথিবীতে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। মহান আল্লাহ বলেন;

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

মানুষের কৃতকর্মের ফলে জলে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে তিনি তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান যাতে তারা ফিরে আসে (al-Qur'ān, 30:41)।

তাছাড়া একটি সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় বিধি-নিষেধ অনুশীলন বা পরিপালন বিবেচনাবোধ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু নৈতিক অধঃপতন ও ধর্মের প্রকৃত অনুশীলন না করার ফলে মাত্র ১০.২ শতাংশ উত্তরদাতা সচেতনভাবে নৈতিক মানদণ্ড এবং ধর্মীয় বিধি-নিষেধ ২৬.৫ শতাংশ উত্তরদাতা বিবেচনায় রাখেন। উত্তরদাতাদের উত্তর প্রদানের চিত্র থেকে দেখা যায় খাদ্যপণ্য ক্রয়ের সময় খাদ্যপণ্যের মান প্রায় ৮০ শতাংশ, মূল্য ৬৯.৪ শতাংশ, মেয়াদ ৫১ শতাংশ এবং ওজন প্রায় ৪৩ শতাংশ উত্তরদাতা বিবেচনায় রাখেন। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দরিদ্রতার কারণে মূল্য বিবেচনায় নেওয়া অতি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এটি যদি হয় যৌক্তিক দামের চেয়ে কমমূল্যে (সারণি ৩-৪) পাওয়ার প্রবণতা, তবে তা ভেজালকে প্রভাবিত করে।

ক্রেতার সচেতনতা সংশ্লিষ্ট তথ্যবিন্যাস

ইসলামী শরীয়তে নিজেদের অধিকারের বিষয়ে সচেতন হওয়ার শিক্ষা দেয়। আল-কুরআনের বাণী;

﴿وَ ابْتَغِ فِيمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَ لَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَ اَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَ لَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ﴾

আর আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তাতে আখেরাতের পাথেয় অনুসন্ধান কর, তবে দুনিয়ায় তোমার (প্রাপ্য) অংশ ভুলে যেও না। তোমার প্রতি আল্লাহ যেরূপ অনুগ্রহ করেছেন, তুমিও সেরূপ অনুগ্রহ কর। আর যমিনে ফ্যাসাদ করো না, নিশ্চয় আল্লাহ ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের ভালোবাসেন না (al-Qur'ān, 28:77)।

কিন্তু ভোক্তাগণ যথাযথভাবে জানেন না তার অধিকার কোথায় (সারণি ২.১-২.৬ দ্রষ্টব্য)। নিম্নে এ বিষয়ে প্রস্তুতকৃত তথ্যবিন্যাস পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হলো।

১. লোগো যাচাইকরণ

খাদ্যপণ্য ক্রয়ের সময় BSTI এর লোগো যাচাইকরণ বিষয়ে উত্তরদাতাদের তথ্যবিন্যাস নিম্নে প্রদান করা হলো:

সারণি ২.১

উত্তরদাতাদের তথ্য মতে অর্ধেক (২৪ শতাংশ ক্রেতা বিএসটিআই লোগো সম্পর্কে জানেন না এবং ২৬ শতাংশ যাচাই করেন না) ক্রেতা বিএসটিআই লোগো দেখে বা যাচাই করে খাদ্যপণ্য ক্রয় করেন না। এক্ষেত্রে ক্রেতাদের চরম অসচেতনতা লক্ষণীয়। অথচ আমাদের উচিত ছিল প্রতারণা ও নকল খাদ্যপণ্য থেকে বাঁচতে বিএসটিআই লোগো দেখে ক্রয় করা। কেননা বিএসটিআই লোগো সরকারিভাবে বাংলাদেশে খাদ্যপণ্যের মানের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

২. পণ্যের মেয়াদ যাচাইকরণ

খাদ্যপণ্যের মেয়াদ দেখে ক্রয় করার প্রবণতা সম্পর্কে উত্তরদাতাদের তথ্যবিন্যাস:

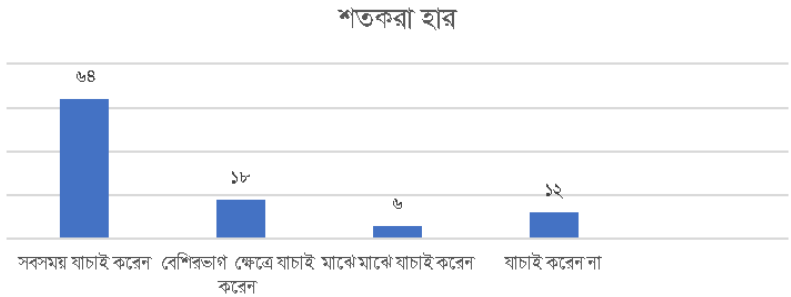

সারণি ২.২

ক্ষুধা নিবারণ, শরীরের পুষ্টিসাধন ও সুস্বাস্থ্যের জন্য আমরা খাবার খাই। অথচ এ খাবার মেয়াদোত্তীর্ণ হলে অনেক সময় বিষে পরিণত হয়। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে ১২ শতাংশ উত্তরদাতা কখনো মেয়াদ যাচাই করে খাদ্যপণ্য ক্রয় করেন না। অন্য গবেষণায় দেখা গিয়েছে প্রায় ১০ শতাংশ ক্রেতা কখনোই মেয়াদ যাচাই করেন না (Hasan 2022, 201)। মাঝে মাঝে যাচাই করলেও সবসময় যাচাই করেন না প্রায় (১৮+৬) এক-চতুর্থাংশ ক্রেতা। ক্রেতাদের এই উদাসীনতা অসাধু ব্যবসায়ীদের মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যপণ্য বিক্রিতে সহায়তা করে।

৩. প্যাকেটে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (MRP) দেখে খাদ্য ক্রয়

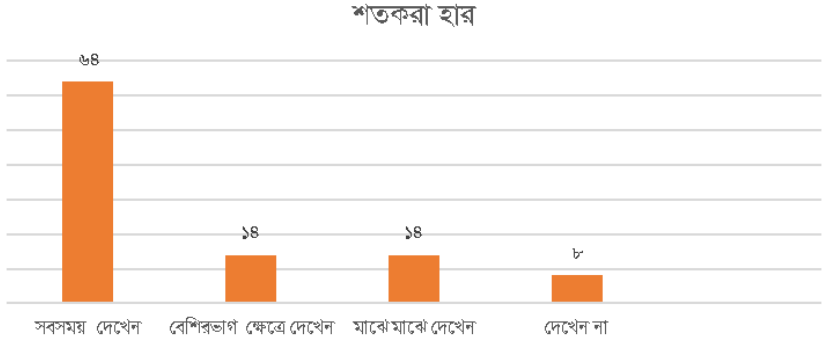

সারণি ২.৩

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে ৬৪ শতাংশ উত্তরদাতা সবসময় এমআরপি দেখে পণ্য ক্রয় করলেও বাকি ৩৬ শতাংশ উত্তরদাতা মাঝে মাঝে দেখেন আবার ৮ শতাংশ কখনোই তা দেখেন না। ক্রেতাদের অসচেতনতার প্রমাণ পাওয়া যায় নিচের গবেষণায়; ১৮.২০% ভোক্তা অসচেতনভাবে প্যাকেটজাত পণ্যের মোড়কে মুদ্রিত MRP যাচাই না করেই পণ্য ক্রয় করেন। খুচরা মূল্য যাচাই না করলে বিক্রেতা কর্তৃক প্রতারণার শিকার হওয়ার সম্ভবনা থাকে। তাছাড়া কিছু কিছু পণ্যের মোড়কে এমনভাবে MRP দেওয়া থাকে যা সাধারণ ভোক্তার দৃষ্টিগোচর হওয়া কঠিন (Hasan 2022, 203)।

স্বল্পমূল্যে খাদ্যপণ্য পেতে আমরা দরকষাকষি করি এবং বাজারদরের চেয়ে কমমূল্যে অনৈতিকভাবে পণ্য পেতে চাই। অথচ ভোক্তাদের প্রতারণা থেকে বাঁচার যৌক্তিক অধিকার রয়েছে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (MRP) দেখে। কিন্তু কোথায় আমাদের সচেতনতা দরকার বা কোথায় আমাদের অধিকার আছে তা আমরা জানি না এবং যেটুকু জানি সেটুকু অনুশীলন করি না। বিক্রেতা প্যাকেটের গায়ের অতিরিক্ত মূল্য চাইলে কৈফিয়ত চান প্রায় ৯৩ শতাংশ ক্রেতা, যা একটি ভালো দিক। কিন্তু যারা এমআরপি দেখেন না তাদের কৈফিয়ত চাওয়ার সুযোগ নেই। অর্থাৎ যারা খেয়াল করেন তারা ৯৩ শতাংশ, শতভাগ নয়। আবার খেয়াল করে বেশি চাইলেও ৭.১ শতাংশ কৈফিয়ত চান না। এদের খেয়াল করা-না করার মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

৪. খাদ্যপণ্য ক্রয়ের সময় ক্রয়-রসিদ সংগ্রহের প্রবণতা

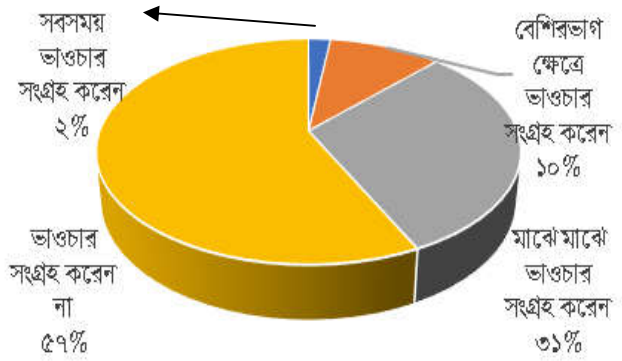

সারণি ২.৪

কোনো ক্রেতা বা ভোক্তা প্রতারিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রতিকার পাওয়ার অন্যতম দলিল ক্রয় রসিদ। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে প্রায় তিন-পঞ্চমাংশ (৫৭.১%) ভোক্তা রসিদ সংগ্রহ করেন না। আবার (১০.২+৩০.৬) ৪১ শতাংশ ভোক্তা রসিদ সংগ্রহ করলেও নিয়মিত সংগ্রহ করেন না। অথচ ভবিষ্যৎ জটিলতা এড়াতে ইসলামী শরীয়তে লেনদেনের সময় লিখে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا﴾

হে ঈমানদারগণ, যখন তোমরা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান করো, তখন তা লিখে রাখ। এবং তোমাদের মধ্যে কোনো লেখক তা ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখে দিবে, তিনি লিখতে অস্বীকার করবেন না। আল্লাহ তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, তার উচিত তা লিখে দেওয়া। এক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেন এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্র বেশ কম না করেন। তিনি যেন নিজ পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করেন (al-Qur'ān;2:282)।

ক্রয় রসিদ প্রদান বা গ্রহণের সংস্কৃতি ক্রেতাদের মাঝে গড়ে উঠেনি। শুধু কোনো আয়োজনে বড় ধরনের বাজার হলে ক্রয় রসিদ সংগ্রহ করেন অনেকে। খুচরা বা অল্প বাজারের ক্ষেত্রে ক্রয় রসিদ সংগ্রহের আগ্রহ দেখা যায় না, যা বিক্রেতাকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রাখে এবং প্রমাণের অভাবে তাকে আইনের আওতায় আনা কঠিন হয়ে পড়ে।

৫. খাদ্যপণ্যের ওজন বুঝে নেওয়ায় ক্রেতার সচেতনতা

বিবেচ্য বিষয়	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
সব সময় ওজন দেখে ক্রয় করেন	৩০	৬০.০
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওজন দেখে ক্রয় করেন	১৪	২৮.০
মাঝে মাঝে ওজন দেখে ক্রয় করেন	৪	৮.০
ওজন দেখে ক্রয় করেন না	১	২.০
কখনোই ওজন দেখে ক্রয় করেন না	১	২.০
মোট	**৫০**	**১০০.০**

সারণি ২.৫

ওজন দেখে নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সচেতনতা ইতিবাচক। ৬০ শতাংশ ক্রেতা সবসময় ওজন দেখে নেন এবং ২৮ শতাংশ ক্রেতা বেশিরভাগ সময় ওজন যাচাই করেন। ফলস্বরূপ আগের চেয়ে সঠিক ওজনে পণ্য বিক্রির প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আরেক গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী মোট ভোক্তার ৭০ শতাংশ পণ্য ক্রয়ের সময় বিক্রেতা সঠিক ওজনে পণ্যটি সরবরাহ করছে কি-না তা বেশিরভাগ সময় ভোক্তা বা ক্রেতা সচেতনভাবে খেয়াল করেন (Hasan 2022, 191)। কয়েকজন উত্তরদাতা বলেন ৯৫ শতাংশ ক্ষেত্রে সঠিক ওজনে পণ্য বিক্রি হয়। যে সকল ক্রেতা ওজন দেখে ক্রয় করেন, দায়িত্ববোধ থেকে প্রায় ৪৯ শতাংশ এবং প্রতারণা থেকে বাঁচতে ৪৪.৪ শতাংশ ক্রেতা ওজন যাচাই করেন বলে উত্তর দেন। সচেতনভাবে ধর্মীয় বিষয়টি বিবেচনা করেন মাত্র ৬.৭ শতাংশ উত্তরদাতা। তবে অন্যান্য বিষয় বিবেচনার ক্ষেত্রে অবচেতন মনে নৈতিকতা ও ধর্মীয় বিষয়টি প্রভাবিত করে। ইসলামী শরীয়তে সঠিক ওজন সম্পর্কে কঠোর নির্দেশনা রয়েছে। মাপে ও ওজনে কারচুপিকারীদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মহান

আল্লাহ বলেন;

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ، الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ، وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَو وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ، أَلاَ يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ، لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ، يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾

মাপে কম দানকারীদের জন্য দুর্ভোগ, যারা লোকদের নিকট থেকে যখন মেপে নেয় তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয় এবং যখন লোকদের মেপে দেয় বা ওজন করে দেয় তখন কম করে দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে তারা পুনরুত্থিত হবে সেই মহা দিবসে যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব পালনকর্তার সামনে? (al-Qur'ān, 83:1-5)

পরিমাপ ও ওজনের মাধ্যমে হোক, গণনার মাধ্যমে হোক; কিংবা অন্য কোনো পন্থায় প্রাপককে তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে কম দিলে 'তাতফিফ' এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে তা হারাম হয়ে যাবে (Ibn Kathīr 2000, 1971)। ওজনে কম দেওয়া মুমিন স্বভাবের বিপরীত এবং নিকৃষ্ট স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। এর ভয়াবহতায় আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন;

اِتَّقِ اللهَ وَأَوْفِ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ بِالْقِسْطِ فَإِنَّ الْمُطَفِّفِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُوْقَفُوْنَ حَتَّى إِنَّ الْعَرَقَ لَيُلْجِمُهُمْ إِلَى أَنْصَافِ آذَانِهِمْ

আল্লাহকে ভয় কর, ন্যায়সঙ্গতভাবে মাপ ও ওজন কর। নিশ্চয়ই ওজনে কমদানকারীরা কিয়ামতের দিন এমনভাবে দণ্ডায়মান থাকবে যে ঘামে তাদের অর্ধেক পর্যন্ত ডুবে যাবে (al-Bukhārī 2002, 4938)।

৬. খাদ্যপণ্য ক্রয়ে ধোঁকা ও প্রতারণায় অভিযোগের মাত্রা

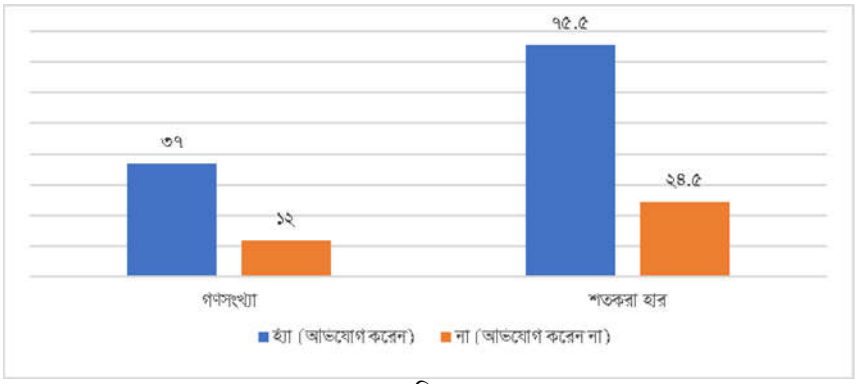

সারণি ২.৬

নকল খাদ্যপণ্য হাতে পেয়ে ধোঁকায় পড়লে বা প্রতারিত হলে সংশ্লিষ্ট সকলের ক্ষেত্রেই উপযুক্ত জায়গায় অভিযোগ করা কর্তব্য। প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ক্রেতা (৭৫.৫) এক্ষেত্রে অভিযোগ করেন, যা একটি ভালো দিক। কিন্তু যিনি অপরাধী মূলত তার কাছেই অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী। ধোঁকা ও প্রতারণায় অভিযোগ করলেও প্রায় ৯০ শতাংশ ক্রেতা অভিযোগ করেন বিক্রেতার কাছেই (Islam 2024, 122)। কয়েকজন উত্তরদাতা বলেন, তাঁরা হাট-বাজার কমিটির নিকট অভিযোগ করেন। ভোক্তা

অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে অভিযোগ করেন মাত্র ৫.৩ শতাংশ । কিন্তু না জানার ফলে এবং আস্থা না থাকায় এবং পদ্ধতিগত জটিলতার ফলে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বা বিএসটিআই এর মত যথাযথ স্থানে অভিযোগ করেন না বলে মন্তব্য করেন উত্তরদাতাগণ। যারা যথাযথ স্থানে অভিযোগ করেছেন তাদের ৪৭.৪ শতাংশ প্রতিকার পেয়েছেন মনে করেন এবং ৫২.৬ শতাংশ মনে করেন প্রতিকার পাওয়া যায় না।

খাদ্যে ভেজাল প্রভাবিতকরণে খাদ্যক্রেতার ভূমিকা

ভোক্তার খাদ্যে ভেজাল প্রভাবিতকরণের ক্ষেত্রগুলো সারণি ৩-৮ এ বিশ্লেষণ করা হলোঃ

- **খাদ্যপণ্য ক্রয়ের সময় ক্রেতার দর কষাকষি**

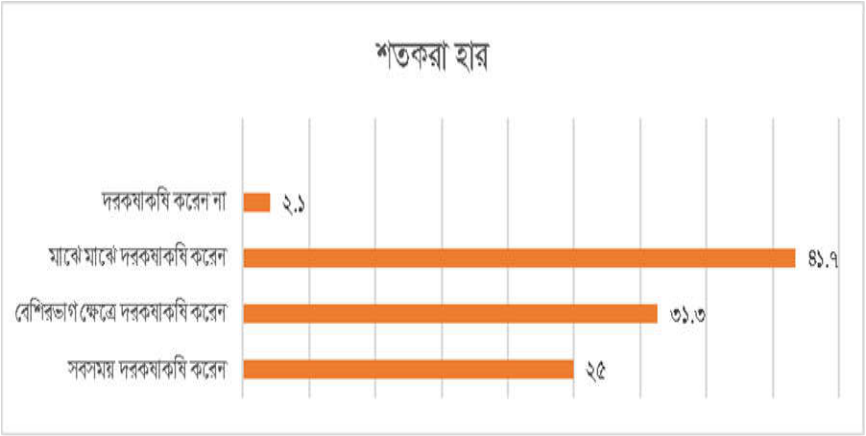

সারণি: ৩

সারণি ৩-এর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে সবসময় দরকষাকষি করেন ২৫ শতাংশ ক্রেতা, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ৩১.৩ শতাংশ, মাঝে মাঝে প্রায় ৪১.৬ শতাংশ ক্রেতা। দরকষাকষি করে সচেতনভাবে ক্রয় করা ভালো অভ্যাস। তবে অতিরিক্ত দরকষাকষি অনেক সময় ক্রেতা-বিক্রেতার সুসম্পর্ক নষ্ট করে এবং ক্রেতার এ প্রবণতা থেকে বাঁচতে উৎপাদক ও বিক্রেতা নিম্নমানের বা ভেজাল পণ্য বিক্রিতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে বিক্রেতার উৎপাদন খরচের চেয়ে কমমূল্যে পণ্য পেতে দর কষাকষি করলে বিক্রেতা বাধ্য হন ভেজাল পণ্য বিক্রিতে। অনেক সময় কম দামে পেতে ভোক্তা মিথ্যা তথ্য দিয়ে বলে অন্য জায়গায় কমমূল্যে বিক্রি হচ্ছে। অথচ আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন;

كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ

সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা হচ্ছে, তুমি তোমার ভাইয়ের কাছে এমন কথা বলবে, যা সে সত্য বলে গ্রহণ করবে অথচ তুমি তাকে মিথ্যা বলেছ (Abū Dāwūd 1999, 4971)।

এ চিত্র থেকে সহজেই অনুমেয় দরিদ্রতা আমাদেরকে প্রবল দর কষাকষিতে

তাড়িত করে। যা প্রকারান্তরে খাদ্যে ভেজালকে বাড়িয়ে দেয়।

- **বাজার দরের চেয়ে কম মূল্যে খাদ্যপণ্য পাওয়ার প্রবণতা**

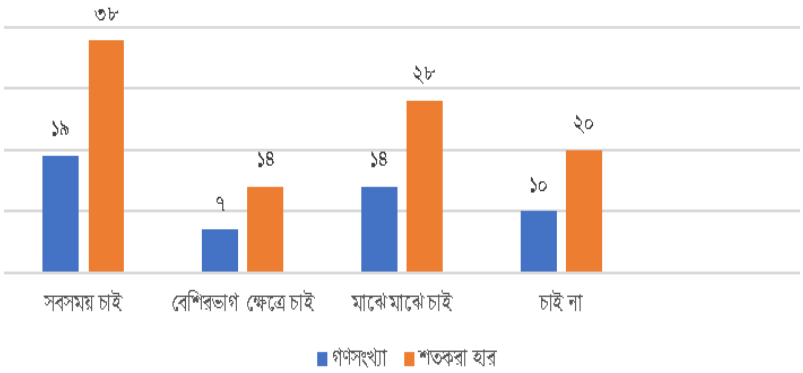

সারণি: ৪

আমরা দেখতে পাই খাদ্যে ভেজালের জন্য ক্রেতা বা ভোক্তা অনেকাংশে দায়ী। মাত্র ২০ শতাংশ ক্রেতা বাজার দরের চেয়ে বা উৎপাদন খরচ ও ন্যূনতম মুনাফা বঞ্চিত করে বিক্রেতার কাছ থেকে খাদ্যপণ্য পেতে চান না। কিন্তু বাকি (২৮+১৪+৩৮) ৮০ শতাংশই বিভিন্ন মাত্রায় বাজারদরের চেয়ে কমমূল্যে খাদ্যপণ্য পেতে চান। আকবর আলি খান বলেন, অর্থনৈতিক দিক থেকে দুধে পানি মেশানোর কারণ হলো এই যে, খাঁটি দুধের দাম দেওয়ার সামর্থ্য বেশিরভাগ ক্রেতারই নেই (Khan 2017, 19)। ফলে অর্থনৈতিক কারণে উৎপাদক বা বিক্রেতা টিকে থাকতে নিম্নমানের বা ভেজাল পণ্য বিক্রি করেন। অথচ ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি হলো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ক্ষতি এবং অন্যের ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকতে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, নিজেদের অধিকারের বিষয়ে সচেতন হতে হবে, তবে অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে নয়। যেমন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لا ضرر ولا ضرار ، من ضار ضاره الله ، ومن شاق شاق الله عليه

ক্ষতি করোনা এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না। কেউ কারো ক্ষতি করলে মহান আল্লাহ তার ক্ষতি করবেন। যে লোক অন্যকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাকে কষ্টের মধ্যে ফেলবেন (al-Baihaqī 2003, 11384)।

কিন্তু অভাব ও স্বভাব দুটো কারণেই আমরা উৎপাদন খরচের চেয়ে কমমূল্যে খাদ্যপণ্য পেতে চাই। মহান আল্লাহ বলেন;

﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

তোমরা একে-অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করোনা এবং জেনে-শুনে জনগণের সম্পদের কিয়দংশ পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিও না (al-Qur'ān, 2:188)।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আয-যুহাইলি বলেন;

و منها الغش, والمواد الغذائية من جملة الأموال المتقومة

অন্যায়পথে অন্যের সম্পদ ভোগ নিষেধ, খাদ্যে ভেজালও এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত (al-Zuḥailī Nd, 2879)

তারপরেও ক্রেতাদের অযৌক্তিক চাহিদা রয়েছে। যেমন; "কনডেন্সড মিল্কের ৩৯০ গ্রামের একটি ক্যান তৈরিতে প্রায় ২-২.২৫ লিটার দুধ লাগে। ৬৫ টাকা লিটার হলে খরচ প্রায় ১৫০ টাকা। এ পরিস্থিতিতে আমরা একটি দুধের ক্যান কীভাবে ৫০-৫৫ টাকায় পেতে চাই?" (Rahman 2015)। এ প্রবণতার অন্যতম একটি কারণ আমাদের দেশে ভদ্রবেশী অপরাধীকে (White collar crime)[২] শাস্তি প্রদানের নজির তেমন নেই।

- **সংকটের সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্রয়ের প্রবণতা**

বিবেচ্য বিষয়	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্রয় করেন না	২৪	৪৯
মাঝে মাঝে অতিরিক্ত ক্রয় করেন	১৩	২৬.৫
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্রয় করেন	৮	১৬.৩
সর্বদা সংকটে অতিরিক্ত ক্রয় করেন	৪	৮.২
মোট	**৪৯**	**১০০.০**

সারণি ৫

অসাধু ব্যবসায়ীদের একটি অংশ কৃত্রিম সংকট তৈরি করে দাম বৃদ্ধি করেন। এ সুযোগে ভেজালকারীরা নিম্নমানের বা ভেজাল পণ্য বিক্রির সুযোগ পায়। অথচ এ সময় ক্রেতাদের প্রায় (২৬.৫+১৬.৩+৮.২) অর্ধেক প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্রয় করেন এবং তাড়াহুড়ার কারণে পণ্যের মান যাচাই করেন না। যা ভেজালকে ত্বরান্বিত করে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্রয় করেন না ৪৯ শতাংশ ভোক্তা। অন্য গবেষণার সাথে এর বেশ মিল রয়েছে; মোট উত্তরদাতার প্রায় অর্ধেক ভোক্তা (৪৯.৬০%) সংকটের সময় পণ্য মজুদ করেন না (Hasan 2022, 2144) । তবে

[২]. ই.এইচ সাদারল্যান্ড ১৯৩৯ সালে American sociological society তে সর্বপ্রথম White collar crime প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন। তিনি ১৯৪৫ সালে "Is White Collar Crime is Crime?" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। আবার ১৯৪৯ সালে *White Collar Crime* নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তার মতে ভদ্রবেশী অপরাধ হচ্ছে আর্থসামাজিকভাবে উচ্চ শ্রেণি কর্তৃক অপরাধ, আইন ভঙ্গমূলক কাজ যা তাদের পেশাগত কাজের প্রক্রিয়ায় ঘটে থাকে। এ শ্রেণির অপরাধীরা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পেশাগত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। ফলে সাধারণ মানুষ তাদের অপরাধ ধরতে পারে না। আবার তারা নিজেরাও অপরাধ স্বীকার করতে চান না (Sutherland,1940,1-12)

এই সময় যারা অতিরিক্ত ক্রয় করেন না, তাদের প্রায় ৩২ শতাংশ অসামর্থের কারণে ক্রয় করেন না। অর্থাৎ সুযোগ (আর্থিক সামর্থ) থাকলে তারাও অতিরিক্ত খাদ্যপণ্য ক্রয় করতেন। প্রায় ৪৩ শতাংশ নৈতিক কারণে, ১৪.৩ শতাংশ অন্যের কথা বিবেচনায় এবং ধর্মীয় নিষেধের কারণে ১০.৭ শতাংশ ক্রেতা অতিরিক্ত খাদ্যপণ্য ক্রয় করেন না। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন;

بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعِرْضه

একজন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে হেয় মনে করে। এক মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও মান-সম্মান অন্য মুসলিমের জন্য হারাম (Muslim 2000, 6435)।

ক্রেতাদের একাংশের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্রয়ের ফলে, যাঁদের প্রয়োজন রয়েছে তাদের অনেকে খাদ্যপণ্য ক্রয় করতে পারেন না। যা অন্য ভাইয়ের অধিকার হরণের শামিল

- **ভেজাল দেখে প্রতিবাদের ধরন**

বিবেচ্য বিষয়	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
সব সময় প্রতিবাদ করেন	২০	৪১.৭
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করেন	১২	২৫.০
মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করেন	১১	২২.৯
প্রতিবাদ করেন না	৫	১০.৪
মোট	**৪৮**	**১০০.০**

খাদ্যে ভেজাল পেলে সবসময় প্রতিবাদ করেন মাত্র ৪১.৭ শতাংশ ক্রেতা, বিষয়টি নিজের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হওয়ায় ১০০ শতাংশ ক্রেতার প্রতিবাদ করা কর্তব্য। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দেখে ইচ্ছে হলে প্রতিবাদ করেন (২৫+২২.৯) প্রায় ৪৮ শতাংশ ক্রেতা। ১০.৪ শতাংশ ভোক্তা কখনোই প্রতিবাদ করেন না। অথচ এমন পরিস্থিতিতে ইসলামী শরীয়ত নিরবতা সমর্থন করে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ﴾

তোমরাই উত্তম জাতি, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় কাজে বাধা দিবে এবং আল্লাহর উপর ইমান আনবে (al-Qur'ān, 3:110)

আবু সাঈদ রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি,

مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

"তোমাদের কেউ যদি অন্যায় কাজ দেখে সে যেন হাত দিয়ে (শক্তি প্রয়োগ) এর প্রতিবাদ করে। যদি এমন ক্ষমতা না থাকে তবে মুখ দিয়ে। যদি সেটিও সম্ভব না হয়, তবে অন্তর দিয়ে সে কাজকে ঘৃণা করবে। এটিই ইমানের নিম্নতম স্তর (Muslim 2000, 83)।

আমরা অনেক ক্ষেত্রে প্রতিকার না পেয়ে এটাই আমাদের নিয়তি বলে মেনে নিয়েছি। তাছাড়া স্থানীয়ভাবে ব্যবসায়ীরা প্রভাবশালী হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ক্রেতা অপমানিত হওয়ার ভয়ে প্রতিবাদ করেন না বলে মন্তব্য করেন কয়েকজন উত্তরদাতা। এক্ষেত্রে তদারকি দলের একাংশের অনিয়ম ও দুর্নীতিও প্রতিবাদের পরিবেশকে সংকীর্ণ করে রাখে।

- **ভেজালবিরোধী অভিযানের সময় সহযোগিতা**

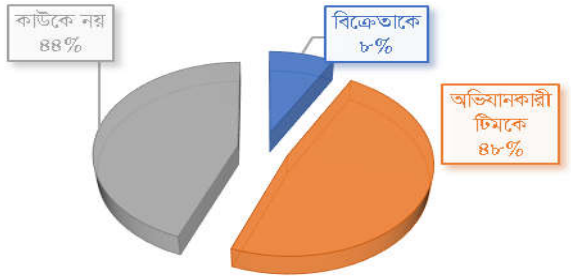

সারণি ৭

ভেজালবিরোধী অভিযান একটি সমন্বিত পদ্ধতি, তাই সকলে মিলে খাদ্য নিরাপত্তার দিকে এগোতে হবে। কিন্তু ক্রেতাদের অর্ধেকেরও কম অংশ (৪৮%) ভেজালবিরোধী অভিযানে অংশগ্রহণকারী দলকে সহযোগিতা করেন। উদ্বেগের বিষয় হলো ক্রেতাদের ৮ শতাংশ খাদ্যে ভেজালকারীকে সহযোগিতা করেন। রাজশাহীর জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের মতে, "ভোক্তাদের একাংশ (স্থানীয় প্রভাবশালী) ভেজালকারীদের পক্ষ নেন এবং বলেন, আপনারা উপর লেভেলে যেতে পারেন না, এদের উপর অত্যাচার করেন। পরবর্তীতে ঐ লোক ব্যবসায়ীর নিকট থেকে খাবার বা আর্থিক সুবিধা নেন। আবার অনেক ভোক্তা, পরিচিত ব্যবসায়ীর পক্ষ নেন এবং তাকে সহযোগিতা করতে চান (Islam 2023)। আস্থা না থাকায় এবং ঝামেলায় জড়ানোর ভয়ে ৪৪ শতাংশ ক্রেতা নীরব ভূমিকা পালন করেন বলে উত্তর দেন।

অথচ মহান আল্লাহর নির্দেশ:

﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾

তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার ব্যাপারে একে-অপরকে সহযোগিতা করো, পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে-অপরকে সহযোগিতা কর না (al-Qur'ān, 5:2)।

- **ভেজাল মিশ্রিতকারীর শাস্তি/জরিমানা কমানোর ক্ষেত্রে ক্রেতার সুপারিশের মাত্রা**

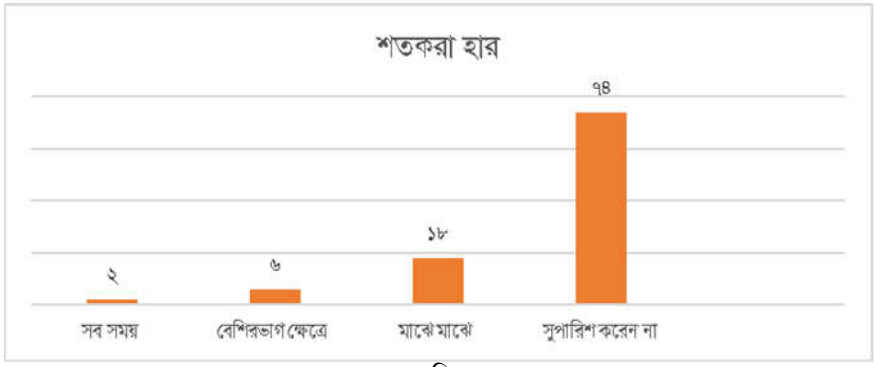

সারণি ৮

ভেজালবিরোধী অভিযানের সময় ক্রেতা অনেক ক্ষেত্রে বাস্তব বিবেচনা নয়, বরং আবেগ দ্বারা পরিচালিত হন। অভিযান পরিচালনার সময় খাদ্যে ভেজালকারী পরিচিত হলে তাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন (২+৬) ৮ শতাংশ উত্তরদাতা। এমনকি বিভিন্ন মাত্রায় অপরাধীর শাস্তি কমানোর সুপারিশ করেন(২+৬+১৮) ২৬ শতাংশ উত্তরদাতা। অর্থাৎ যার ভেজাল খাদ্য খেয়ে আমরা প্রতিনিয়ত প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি, তার পক্ষেই কথা বলেন ক্রেতাদের একাংশ।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনার ফলাফল

ক্রেতাগণ অধিকার সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নন এবং অধিকার আদায়ে যৌক্তিক ভূমিকা পালন করেন না। নিজেদের অধিকার সম্পর্কে তাঁরা অসচেতন; যেমন- খাদ্যের মান নিশ্চিতে বিএসটিআই লোগো দেখে ক্রয়, স্বাস্থ্যঝুঁকি এড়াতে খাদ্যপণ্যের মেয়াদ যাচাই, ন্যায্যমূল্যে পণ্য পেতে এমআরপি দেখে ক্রয়, প্রতারণা থেকে প্রতিকার পেতে ক্রয় রসিদ সংগ্রহ এবং ওজন বুঝে নেওয়ার ক্ষেত্রে ক্রেতাদের সচেতনতার অভাব রয়েছে। নিজেদের অধিকার সচেতন না হলেও বাজারদরের চেয়ে কমমূল্যে খাদ্যপণ্য পেতে মাত্রাতিরিক্ত দরকষাকষি করেন, এমনকি বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও কমমূল্যে খাদ্যপণ্য চান একটি অংশ। খাদ্যপণ্য সংকটের (স্বাভাবিক ও কৃত্রিম) সময় অধিকাংশ ক্রেতা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্রয় করেন, যা বাজারে মূল্যবৃদ্ধি করে এবং ভেজাল পণ্য বিক্রয়কে প্রভাবিত করে। অধিকাংশ ক্রেতা প্রতারিত হলে ভেজাল দূরীকরণে সরাসরি প্রতিবাদ করেন না এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করেন না। অনেক ক্ষেত্রে ক্রেতাদের বিবেকের চেয়ে আবেগ বেশি কাজ করে, তাঁদের একটি অংশ ভেজালবিরোধী অভিযানের সময় ভেজালকারীদের পক্ষ নেন, এমনকি অপরাধীদের শাস্তি কমানোর জন্য সুপারিশ করেন। ক্রেতাদের এমন আচরণ খাদ্যে ভেজাল প্রভাবিতকরণে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।

ভোক্তা আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তনে কৌশলগত দিক-নির্দেশনা

সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি সুফল ও খাদ্যে ভেজাল থেকে মুক্তি পেতে দরকার ভোক্তার আচরণিক পরিবর্তন। সে জন্য নিম্নে গুণার্জন খুবই জরুরী ঃ

- **ধর্মীয় শিক্ষা**

আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সমস্ত আইন এক নীতিগত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং তাদের উৎসও এক। সমস্ত ধর্মের মূল উদ্দেশ্য একটাই–আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং মানবতার শাশ্বত মূল্যবোধগুলো যেমন নৈতিকতা, সততা, দয়া, ও ন্যায়বিচার, এগুলোকে আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালনা করা। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে, প্রত্যেক ধর্মে মানুষকে তার আচরণ ও কার্যকলাপে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। বিশেষভাবে খাদ্যে ভেজাল রোধ করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক, যেহেতু খাদ্যে ভেজাল মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে গণ্য হয় এবং এটি মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সকল ধর্ম এই বিষয়ে একমত, যে খাদ্যে ভেজাল রোধ করা প্রয়োজন। তাই, প্রতিটি ধর্মাবলম্বীকে তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় বিধি অনুযায়ী ভেজাল রোধের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে পালন করতে হবে, যাতে তারা মানবতার কল্যাণে অংশগ্রহণ করতে পারে।

- **ক্রেতার সচেতনতা বৃদ্ধি**

খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে ক্রেতাদের সচেতনতা বৃদ্ধি জরুরি। সচেতন ভোক্তা শুধু নিজের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করে না, বরং বাজার ব্যবস্থাকে ন্যায়সঙ্গত রাখতেও ভূমিকা রাখে। এজন্য তাদের অধিকার ও করণীয় সম্পর্কে সচেতন করতে হবে, যাতে তারা ভেজালের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করতে পারেন। সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো:

- ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া যেমন: টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনে সচেতনতামূলক প্রচার চালানো।
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্য যেমন: ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটারসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে সচেতনতামূলক ভিডিও ও পোস্টার প্রকাশ করা।
- সরকারি উদ্যোগ ও পরিপত্র কঠোর আইন প্রয়োগ, গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং নিয়মিত বাজার তদারকি করা।
- লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ জনবহুল স্থানে ভোক্তাদের সচেতন করতে সহজ ভাষায় প্রচারপত্র বিতরণ করা।

- **নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি**

নৈতিক অবক্ষয়ের ফলে ক্রেতাগণ বিবেক দ্বারা পরিচালিত না হয়ে সহজেই লোভের বশবর্তী হয়ে পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা প্রভাবিত হন। নৈতিক ও মানবিক

মূল্যবোধ বৃদ্ধিতে সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম ধর্মের প্রকৃত মর্মার্থ অনুধাবন। যোগ্য আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদ; যারা অধিকাংশ জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং দেশ ও জনগণের কল্যাণ যাদেরকে তাড়িত করে, তাঁদের মাধ্যমে ইসলামী নীতি প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে। তারা শরয়ী বিধান, জনগণের প্রত্যাশা ও রাষ্ট্রীয় কল্যাণের সাথে সমন্বয় সাধন করতে পারবেন। বিপণন প্রক্রিয়ায় ইসলামী নির্দেশনার পরিপালন ও মসজিদসহ অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ইসলামী সংস্কৃতি চর্চায় উদ্বুদ্ধকরণ প্রয়োজন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ইমামদের খুতবা এবং ওয়াজ-মাহফিল, টকশো, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণাও এক্ষেত্রে কার্যকর হবে।

- **সামাজিক দায়বদ্ধতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা জাগ্রতকরণ**

মানুষের মধ্যে বিচারবুদ্ধি (Rationality) এবং পশুত্ব (Animality) উভয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। বিচারবুদ্ধির প্রবণতা বৃদ্ধিতে, এর চর্চা বাড়াতে হবে। আমাদের দূরদর্শী হয়ে মানুষকে স্বপ্ন দেখাতে হবে। জনগণের মধ্যে মানবতাবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বীজ বপন করে উজ্জীবিত করতে হবে। তবেই ভোক্তার দাম ও মানের সাথে সমন্বয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে।

- **শাস্তির ব্যবস্থা**

বিক্রেতাদের মত ভোক্তাদের মাঝেও কিছু অপরাধপ্রবণ মানুষ রয়েছে। যাদেরকে সচেতনতা বা ধর্মীয় বিধান দিয়ে সৎপথে আনা সম্ভব নয়, তাদেরকে আইনের আওতায় আনতে হবে। তদারকি টিম ও বিক্রেতাদের মিথ্যা তথ্য দিয়ে হয়রানি করলে, খাদ্য সংকটের সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্রয়সহ খাদ্যে ভেজালকে প্রভাবিত করে এমন অপরাধ করলে তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

উপসংহার

খাদ্যে ভেজালকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিতকরণে ক্রেতার দায় রয়েছে। ভোক্তাগণ বিএসটিআই লোগো, খাদ্যপণ্যের মেয়াদ ও এমআরপি (MRP) সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নন। খাদ্যপণ্যের মান বা ওজনে প্রতারিত হলে বিক্রেতাদেরকে আইনের আওতায় আনার অন্যতম প্রমাণপত্র ক্রয়-রসিদ, কিন্তু ক্রয়-রসিদ সংগ্রহের সংস্কৃতি ভোক্তাদের মাঝে গড়ে উঠেনি। অথচ খাদ্যে ভেজালকারীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে ভোক্তার সচেতনতা জরুরি। ইসলামী শরীয়তে অন্যায় দেখলে প্রতিবাদের যে বিধান রয়েছে সেটিরও অনুশীলন তেমন নেই। এর চেয়েও চিন্তার বিষয় হলো, যাদের ভেজাল খাদ্য খেয়ে আমরা প্রতিনিয়ত প্রতারিত হচ্ছি এবং মরণব্যাধির সম্মুখীন হচ্ছি, ভোক্তাদের একটি অংশ সেই ভেজালকারীদের পক্ষ নিয়ে খাদ্য তদারকি টিমের নিকট ওকালতি করে এবং ভেজালকারীর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড কমানোর সুপারিশ করে। ভোক্তার এ সকল আচরণ খাদ্যে ভেজাল টিকে থাকতে সহায়তা করে।

অধিকার সম্পর্কে অসচেতন হলেও অতি স্বল্পমূল্যে খাদ্যপণ্য ক্রয় করতে মাত্রাতিরিক্ত দরকষাকষি এবং সংকটের সময় ভোক্তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্রয়ের প্রবণতা রয়েছে। যা খাদ্যে ভেজালকে প্রভাবিত করে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ধর্মীয় জ্ঞানার্জন ও অনুশীলন বৃদ্ধি এবং ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে খাদ্যপণ্যের মান ও দামের সাথে যৌক্তিক চাহিদার চর্চা বাড়ানো দরকার। এমতাবস্থায় খাদ্যে ভেজাল রোধে বাংলাদেশে প্রচলিত আইন ও কার্যক্রমের সাথে ইসলামী বিধি-বিধানের সংযুক্তি ও তাকওয়া বৃদ্ধির মাধ্যমে ভোক্তাদের আচরণিক পরিবর্তন খাদ্যে ভেজাল রোধে দীর্ঘমেয়াদি সুফলের পথ উন্মোচন করতে পারবে।

Bibliography

al-Qurʾān al-Karīm

Abū Dāwūd, Sulaimān Ibn al-Ashʿath. 1999. *Sunan Abī Dāwūd.* Riyad: Dār al-Salām.

Al Maruf, Md. Hasan. Assistant Director, the Directorate of National Consumers' Rights Protection. Divisional office, Rajshahi. Interview date: 03 November 2022.

al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad b. al-Ḥusain b. ʿAlī b. Mūsā. 2003. *al-Sunan al-Kubrā*. Edited by: Muḥammad ʿAbd al-Qādir ʿAatā. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah

al-Bukhārī, Abū ʿAbd Allāh Muḥammad Ibn Imāʿīl. 2002. Saḥīḥ al-Bukhārī. Beirut: Dār Ibn Kathīr.

Ali, Md. Zafar. 2022.''Uttpadito Khaddoponne Vejal Protirodhe Rasulullah (PBUH) er Nirdeshona'' *Islami Ain O Bichar* Vol. 18, Issue: 69 & 70, 27-52.

al-Zuḥailī, Wahaba Ibn Muṣtafā. *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillahtuh*. Dimashq: Dār al-Fikr.

Arefin, Aishawarya, Paroma Arefin, Md. Shehan Habib, and Md. Saidul Arefin. 2020. "Study on Awareness About Food Adulteration and Consumer Rights Among Consumers in Dhaka, Bangladesh." *Journal of Health Science Research* 5 (2): 69–76. https://doi.org/10.18311/jhsr/2020/25038.

Bhatt, Shuchi Rai. 2010. *"Impact Analysis of Food Adulteration on Health in Some Selected Urban Areas of Varanasi*". PhD diss. V. B. S Purvanchal University, India.

Choudhary, Ankita, Neeraj Gupta, Fozia Hameed, and Skarma Choton. 2020. "An Overview of Food Adulteration: Concept, Sources, Impact, Challenges and Detection." *International*

Journal of Chemical Studies 8 (1): 2564–73. https://doi.org/10.22271/chemi.2020.v8.i1am.8655.

Hasan, Mehedi. 2022. ‘‘Bangladeshe Vokta Odhikar Songrakkhane Islami Kroy-Bikroy Poddhoti’’. PhD diss.Institute of Bangladesh Studies (IBS), University of Rajshahi.

Ibn Kathir, Abul Fida Ismail Ibn Umar. 2000. *Tafsirul Kuranul Azim.* Byrut: Daru Ibn Hizam.

Islam, Amirul. 2024. *Islamic Principles To Prevent Food Adulteration And Practices In Bangladesh.* MPhil Thesis. Institute of Bangladesh Studies (IBS), University of Rajshahi.

Islam, Md. Nazrul. 2018. *Islame Vokta Odhikar.* Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

Islam, Md. Shofiqul. 2019. *‘*Ponne Vejal Protirodhe Islam: Poriprekkhit Bangladesh’’ (Preventing Adulteration of Commodities in Islam Bangladesh Perspective) *Islami Ain O Bichar* 15:58, 109-136.

Islam, Md. Shohidul. 2023. Sanitary Inspector, Civil Surgeon Office, Rajshahi. Interview date: 25 September 2023.

Khan, Akbor Ali. 2017. *Porarthoporotar Orthoniiti.* Dhaka: The University Press Limited.

Mohamad, Omar Abu Al-Majd. 2022. ‘‘Islamic Literature Examining Food Fraud Regulations from A Systematic Review Approach.’’ *American Journal of Science Education Research,* American J Sci Edu Re: AJSER-101. Doi: 10.47378/AJSER/2022.100104 .

Muslim, Abū al-Ḥusaīn Muslim Ibn Ḥajjāj. 2000. *Saḥīḥ Muslim*. Riyād: Dār al-Salām.

Nasrin, Lubna. 2006. ‘‘Consumer Rights in Bangladesh: Legal Status and Protection Modalities” PhD diss., Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi.

Rahman, Md. Arifur, Md. Zakir Sultan, Mohammad Sharifur Rahman, and Mohammad A. Rashid 2015`` Food Adulteration: A Serious Public Health Concern in Bangladesh’’ *Bangladesh Pharmaceutical Journal* 18(1): 1-7 accessed date: 13.05.2023 https://www.banglajol.info/index.php/BPJ/article/view/23503

Rahman, Shahnur. 2014. *Nirapad Khaddo Nishchitkoron: Sushasoner Challenge o Uttoroner Upay.* Dhaka: Transparency International Bangladesh (TIB)

Sutherland, Edwin H. 1940. “White-Collar Criminality.” *American Sociological Review* 5 (1): 1-12. https://doi.org/10.2307/2083937.

পরিশিষ্ট (গবেষণা প্রশ্নমালা-২)

(খাদ্য ক্রেতাদের জন্য প্রবন্ধে ব্যবহৃত প্রশ্নসমূহ। প্রাপ্ত তথ্যাবলি কেবল গবেষণা কাজে ব্যবহৃত হবে।)

১. আপনি খাদ্যপণ্য ক্রয়ের সময় কোন বিষয়গুলো বিবেচনা করেন? (একাধিক উত্তরে টিক দেওয়া যাবে)

ক. খাদ্যপণ্যের মান খ. খাদ্যপণ্যের ওজন গ.খাদ্যপণ্যের মেয়াদ
ঘ. খাদ্যপণ্যের মূল্য ঙ. নৈতিক মানদণ্ড চ. ধর্মীয় বিধি-নিষেধ
ছ.অন্য কিছু...

২.১ আপনি খাদ্যপণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে BSTI এর Logo যাচাই/খেয়াল করেন কি-না?

ক. সবসময় করি খ. বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ. মাঝে মাঝে
ঘ. করি না ঙ. BSTI সম্পর্কে জানি না

২.২ মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ দেখে খাদ্যপণ্য ক্রয় করেন কী?

ক. সবসময় করি খ. বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ. মাঝে মাঝে
ঘ. করি না ঙ. কখনোই করি না

২.৩ প্যাকেটজাত খাদ্যপণ্য ক্রয়ের সময় প্যাকেটে থাকা (MRP) সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য দেখে ক্রয় করেন কি-না?

ক. সবসময় করি খ. বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ. মাঝে মাঝে
ঘ. করি না ঙ. কখনোই করি না

উত্তর ক হলে এবং MRP থেকে মূল্য বেশি চাওয়া হলে, বিক্রেতার নিকট কৈফিয়ত চান কি-না?

ক. হ্যাঁ খ. না

২.৪ খাদ্যপণ্য ক্রয়ের সময় আপনি রসিদ/ভাউচার সংগ্রহ করেন কি-না?

ক. সবসময় করি খ. বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ. মাঝে মাঝে
ঘ. করি না ঙ. ভাউচারের বিষয়টি জানি না

২.৫ খাদ্যপণ্যের সঠিক ওজন দেখে ক্রয় করেন কী?

ক. সবসময় করি খ. বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ. মাঝে মাঝে
ঘ. করি না ঙ. কখনোই করি না

২.৬ নকল খাদ্যপণ্য বা ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হলে অভিযোগ করেন কি-না?

ক. হ্যাঁ খ. না

উত্তর ক হলে কার কাছে অভিযোগ করেন?

ক. বিক্রেতা খ. ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে গ. অন্য কোথাও (লিখুন)...

৩. খাদ্যপণ্য ক্রয়ের সময় দরকষাকষি করেন কী?

ক. সবসময় করি খ. বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ.মাঝে মাঝে
ঘ.করি না ঙ. কখনোই করি না

৪. বাজার দরের চেয়ে কম মূল্যে খাদ্যপণ্য পেতে চান কি?

ক. সবসময় খ. অধিকাংশ সময় গ. মাঝে মাঝে
ঘ. চাই না ঙ. কখনোই না

৫. খাদ্যপণ্য সংকটের সময় ভবিষ্যতের কথা ভেবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্রয় করেন কি-না?

ক. সবসময় করি খ. বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ. মাঝে মাঝে
ঘ. করি না ঙ. কখনোই করি না

উত্তর যদি ঘ/ ঙ হয়ে থাকে তাহলে অতিরিক্ত ক্রয় না করার কারণ কী?

ক. আর্থিক অসচ্ছলতা খ. সবাই যেন পণ্য পাই গ. নীতি
নৈতিকতা ঘ. আইনের ভয় ঙ. ধর্মীয় নিষেধ

৬. খাদ্যপণ্যে ভেজাল পেলে/ দেখলে প্রতিবাদ করেন কী?

ক. সবসময় করি খ. বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ. মাঝে মাঝে
ঘ. করি না ঙ. কখনোই করি না

৭. ভেজাল বিরোধী অভিযানের সময় কাকে সহযোগিতা করেন?

ক. বিক্রেতা খ. অভিযানকারী টিম গ. কাউকেই নয়

৮. অভিযানকারী টিমের নিকট খাদ্যে ভেজালকারীর জরিমানা/শাস্তি কমানোর অনুরোধ করেন কী?

ক. সবসময় করি খ. বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ. মাঝে মাঝে
ঘ. করি না ঙ. কখনোই করি না

আপনাকে ধন্যবাদ

দৃষ্টি আকর্ষণ

তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা (Questionnaire) গবেষকের এমফিল পর্যায়ে গবেষণার জন্য (২০২৩ সালে) তৈরিকৃত। এক্ষেত্রে প্রবন্ধের পরিধি ছোট হওয়ায় প্রবন্ধের লক্ষ্যকে সামনে রেখে মূল প্রশ্নমালা থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য নেওয়া হয়েছে। প্রবন্ধে ৮টি সারণি ব্যবহার করা হয়েছে। সারণিগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের (মূল প্রশ্নমালা থেকে) তালিকা নিম্নরূপ;

সারণি নং	বিষয়বস্তু	মূল প্রশ্নমালায়; প্রশ্ন নম্বর
১	ক্রেতার বিবেচ্য বিষয়	১
২	বিএসটিআই লোগো, মেয়াদ, এমআরপি, ক্রয় রসিদ, ওজন যাচাই ও প্রতারিত হলে অভিযোগের ধরন	৬,৭,৮,৯,১০,১৪
৩	দর কষাকষির প্রবণতা	৩
৪	বাজারদরের চেয়ে কমমূল্যে খাদ্যপণ্য পাওয়ার প্রবণতা	৪

৫	সংকটে অধিক ক্রয়ের প্রবণতা	১১
৬	ভেজাল খাদ্য পেলে প্রতিবাদের ধরন	১৩
৭	খাদ্য তদারকি টিমকে সহযোগিতার প্রবণতা	১৫
৮	খাদ্যে ভেজালকারীর শাস্তি কমানোর সুপারিশের প্রবণতা	১৬

নোট: তথ্য সংগ্রহের মূল প্রশ্নমালা নিম্নে সংযুক্ত

গবেষণা প্রশ্নমালা-২

(খাদ্য ক্রেতাদের জন্য। প্রাপ্ত তথ্যাবলি কেবল গবেষণা কাজে ব্যবহৃত হবে।)

সুপ্রিয় ক্রেতা

এই গবেষণার লক্ষ্য খাদ্যে ভেজাল রোধে ইসলামি নীতি ও বাংলাদেশে অনুশীলনের বাস্তবতা অনুসন্ধান করা। আপনার সুচিন্তিত মতামত প্রদান করে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার জন্য আপনার সহযোগিতা কামনা করছি। আপনার মতামত ও তথ্যাবলি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হবে এবং শুধু গবেষণার কাজে তা ব্যবহার করা হবে। এই গবেষণার বিশেষ লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. খাদ্যে ভেজাল রোধে ইসলামি নীতি বিশ্লেষণ ।
২. খাদ্যে ভেজাল রোধে বাংলাদেশে প্রচলিত পদ্ধতি ও ইসলামি নীতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ।
৩. বাংলাদেশে খাদ্যে ভেজাল রোধে ইসলামি নীতি অনুশীলনের বাস্তবতা অনুসন্ধান।

[এই প্রশ্নমালাটি ৩ নং বিশেষ লক্ষ্যের অংশবিশেষ পূরণের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে]

ক্রেতার ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

১. **তথ্যদাতার নাম**
২. **মোবাইল নম্বর:**
৩. **ঠিকানা:**
৪. **লিঙ্গ:** ক) পুরুষ খ) নারী গ) তৃতীয় লিঙ্গ
৫. **বয়স:** ক) ১১-২০ খ) ২১-৩০ গ) ৩১-৪০
ঘ) ৪১-৫০ ঙ) ৫১-৬০ চ) ৬১-তদূর্ধ্ব
৬. **শিক্ষাগত যোগ্যতা:** ক) স্বশিক্ষিত খ) প্রাথমিক গ) মাধ্যমিক
ঘ) উচ্চ মাধ্যমিক ঙ) উচ্চ শিক্ষা
৭. **পেশা :** ক) চাকুরিজীবী খ) শিক্ষার্থী গ) কৃষিজীবী
ঘ) মৎস্যজীবী ঙ) গৃহিণী চ) শ্রমজীবী
ছ) ব্যবসা জ) অন্যান্য...
৮. **ধর্ম:** ক) ইসলাম খ) হিন্দু গ) বৌদ্ধ
ঘ) খ্রিষ্টান ঙ) অন্যান্য....

খাদ্যে ভেজাল সংক্রান্ত প্রশ্নাবলি

১. আপনি খাদ্যপণ্য ক্রয়ের সময় কোন বিষয়গুলো বিবেচনা করেন? (একাধিক উত্তরে টিক দেওয়া যাবে)

ক. খাদ্যপণ্যের মান
খ. খাদ্যপণ্যের ওজন
গ. খাদ্যপণ্যের মেয়াদ
ঘ. খাদ্যপণ্যের মূল্য
ঙ. নৈতিক মানদণ্ড
চ. ধর্মীয় বিধি-নিষেধ
ছ.অন্য কিছু...

২. বর্তমান বাজারে বিক্রীত খাদ্যপণ্য সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী?

ক. সবগুলোই স্বাস্থ্যসম্মত
খ. বেশিরভাগ স্বাস্থ্যসম্মত
গ. বেশিরভাগ অস্বাস্থ্যকর
ঘ. সবগুলো অস্বাস্থ্যকর
ঙ. মন্তব্য নেই

৩. খাদ্যপণ্য ক্রয়ের সময় দরকষাকষি করেন কি?

ক. সবসময় করি
খ. বেশির ভাগ ক্ষেত্রে
গ. মাঝে মাঝে
ঘ. করি না
ঙ. কখনোই করি না

৪. বাজার দরের চেয়ে কম মূল্যে খাদ্যপণ্য পেতে চান কি?

ক. সবসময়
খ. অধিকাংশ সময়
গ. মাঝে মাঝে
ঘ. চাই না
ঙ. কখনোই না

৫. খাদ্যপণ্য ক্রয়ের সময় বৈধ-অবৈধ বিবেচনা করেন কি?

ক. সবসময় করি
খ. মাঝে মাঝে
গ. বেশির ভাগ ক্ষেত্রে
ঘ. কখনোই করি না

৬. আপনি খাদ্যপণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে BSTI এর Logo যাচাই/খেয়াল করেন কি-না?

ক. সবসময় করি
খ. বেশির ভাগ ক্ষেত্রে
গ. মাঝে মাঝে
ঘ. করি না
ঙ. BSTI সম্পর্কে জানি না

৭. মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ দেখে খাদ্যপণ্য ক্রয় করেন কি?

ক. সবসময় করি
খ. বেশির ভাগ ক্ষেত্রে
গ. মাঝে মাঝে
ঘ. করি না
ঙ. কখনোই করি না

৮. প্যাকেটজাত খাদ্যপণ্য ক্রয়ের সময় প্যাকেটে থাকা (MRP) সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য দেখে ক্রয় করেন কি-না?

ক. সবসময় করি
খ. বেশির ভাগ ক্ষেত্রে
গ. মাঝে মাঝে
ঘ. করি না
ঙ. কখনোই করি না

উত্তর ক হলে এবং MRP থেকে মূল্য বেশি চাওয়া হলে, বিক্রেতার নিকট কৈফিয়ত চান কি-না?

ক. হ্যাঁ
খ. না

৯. খাদ্যপণ্য ক্রয়ের সময় আপনি রসিদ/ভাউচার সংগ্রহ করেন কি-না?

ক. সবসময় করি
খ. বেশির ভাগ ক্ষেত্রে
গ. মাঝে মাঝে
ঘ.করি না
ঙ. ভাউচারের বিষয়টি জানি না

১০. খাদ্যপণ্যের সঠিক ওজন দেখে ক্রয় করেন কি?

ক. সবসময় করি
খ. বেশির ভাগ ক্ষেত্রে
গ. মাঝে মাঝে
ঘ. করি না
ঙ. কখনোই করি না

উত্তর যদি ক/খ/গ হয়ে থাকে তাহলে খাদ্যপণ্যের ওজন বুঝে নেন কেন?

ক. যাতে ঠকা না লাগে
খ. ধর্মীয় নির্দেশনা
গ. বুঝে নেওয়া দায়িত্ব
ঘ. অন্য কারণ...

১১. খাদ্যপণ্য সংকটের সময় ভবিষ্যতের কথা ভেবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্রয় করেন কি-না?

ক. সবসময় করি
খ. বেশির ভাগ ক্ষেত্রে
গ. মাঝে মাঝে
ঘ. করি না
ঙ. কখনোই করি না

উত্তর যদি ঘ/ ঙ হয়ে থাকে তাহলে অতিরিক্ত ক্রয় না করার কারণ কী?

ক. আর্থিক অসচ্ছলতা
খ. সবাই যেন পণ্য পাই
গ. নীতি নৈতিকতা
ঘ. আইনের ভয়
ঙ. ধর্মীয় নিষেধ

১২. খাদ্যপণ্য ক্রয়ের সময় কখনো কোনো ভেজাল পণ্য আপনার হাতে এসেছে কি-না?

ক. হ্যাঁ
খ. না

১৩. খাদ্যপণ্যে ভেজাল দেখলে প্রতিবাদ করেন কি?

ক. সবসময় করি
খ. বেশির ভাগ ক্ষেত্রে
গ. মাঝে মাঝে
ঘ. করি না
ঙ. কখনোই করি না

১৪. নকল খাদ্যপণ্য বা ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হলে অভিযোগ করেন কি-না?

ক. হ্যাঁ
খ. না

উত্তর ক হলে কার কাছে অভিযোগ করেন?

ক. বিক্রেতা
খ. ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে
গ. অন্য কোথাও (লিখুন)...

অভিযোগ করলে যথাযথ প্রতিকার পাওয়া যায় কি-না?

ক. হ্যাঁ
খ. না

১৫. ভেজাল বিরোধী অভিযানের সময় কাকে সহযোগিতা করেন?

ক. বিক্রেতা
খ. অভিযানকারী টিম
গ. কাউকেই নয়

১৬. অভিযানকারী টিমের নিকট খাদ্যে ভেজালদানকারীর জরিমানা/শাস্তি কমানোর অনুরোধ করেন কী?

ক. সবসময় করি
খ. বেশির ভাগ ক্ষেত্রে
গ. মাঝে মাঝে
ঘ. করি না
ঙ. কখনোই করি না

১৭. খাদ্যে ভেজালের কারণ কী কী? (টিক দিন)

ক. ন্যূনতম লাভ
খ. অধিক মুনাফার লোভ
গ. দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়া
ঘ. সচেতনতার অভাব
ঙ. খাদ্য পরিদর্শক ও নমুনা সংগ্রহকারীদের চাঁদা
চ. ভ্রাম্যমাণ আদালতের (মোবাইল কোর্ট) ঘুষ
ছ. স্থানীয় চাঁদা
জ. বিভিন্ন লাইসেন্স পেতে অতিরিক্ত টাকা
ঝ. অন্য কারণ...

১৮. খাদ্যে ভেজাল থেকে মুক্তির উপায় কী কী?

ক. সচেতনতা বৃদ্ধি
খ. নৈতিক উন্নয়ন করা
গ. ধর্মীয় বিধি-বিধান মেনে চলা
ঘ. নিয়মিত অভিযান পরিচালনা
ঙ. আইনের যথাযথ প্রয়োগ
চ. শাস্তি/ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতকরণ

আপনাকে ধন্যবাদ